এপিএস গ্রুপ ১০৬, পূর্ব ফায়দাবাদ, দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০।	পলিসির নাম ঃ স্বাস্থ্য নীতিমালা
	কার্যকর তারিখ ঃ ০১/০৬/২০১৬ ইং
	নবায়নের তারিখঃ ০১/০৬/২০১৮ইং সংশোধনের তারিখঃ ০১/০৬/২০১৯ ইং পরবর্তী নাবায়নের তারিখঃ ০১/০৬/২০২০ইং
এই পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান, মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক/অফিসার কমপ্লায়েন্স, ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে।

স্বাস্থ্য নীতিমালা

Health Policy

ক্রমিক নং	বিষয়
০১.	**স্বাস্থ্য নীতিমালা ঃ**
০২.	**অর্গানাইজেশন ঃ** ২.১ অর্গানাইজেশন চার্ট ২.২ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমুহ
০৩.	**রুটিন ও প্রসিডিউর ঃ** ৩.১ রুটিন ৩.২ যোগাযোগ রুটিন ৩.৩ ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল রুটিন
০৪.	যোগাযোগ ও বাস্তবায়নঃ ৪.১ যোগাযোগ ৪.২ বাস্তবায়ন
০৫.	ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোলঃ

এপিএস গ্রুপ

১.স্বাস্থ্য নীতিমালা

স্বাস্থ্য মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ন সূচক হিসেবে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) এ চিকিৎসা সেবা, জনগনের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ইং /সংশোধীত আইন ২০১৩ইং এর সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

১.১কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতিঃ গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশে একটি অনন্য রপ্তানী মুখী প্রতিষ্ঠান। গুণগত মানের জন্য এর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প থেকে এদেশের সিংহ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে থাকে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে এই শিল্পের উত্তরোত্তর প্রসার ও ব্যপ্তি বেশ উৎসাহ ব্যাঞ্জক। বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে এই উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে এবং প্রতিটি ফ্যাক্টরীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সুন্দর ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে এপিএস গ্রুপ কর্তৃপক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য আলমা-আতা ঘোষনা, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনার অনুচ্ছেদ ২৫(১), অর্থনৈতিক,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলনের অনুচ্ছেদ ১২ এবং নারীর প্রতি সর্ব ধরনের বৈষম্য দুরীকরন কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২ এসব ঘোষনায় স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর সে আলোকেই একটি সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন এবং তা কার্যে পর্যবেশিত করার কোন বিকল্প নেই।

১.৩উদ্দেশ্যঃ সুস্বাস্থ্য এবং নিরাপদ উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্যই এপিএস গ্রুপ এর এই সু-পরিকল্পিত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা। আর এই লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য গুলো নিম্নে আলোকপাত করা হল ঃ

- ক) ফ্যাক্টরীতে ভালো ভাবে কাজ করার একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- খ) ফ্যাক্টরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- গ) ফ্যাক্টরীর প্রতিটি ষ্টাফ ও শ্রমিককে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা।
- ঘ) স্বাস্থ্য বিধি মোতাবেক প্রতিটি শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় হাসপাতাল, ডাক্তার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- ঙ) ফ্যাক্টরীর প্রতিটি শ্রমিকের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১.৪ লক্ষ্য: স্বাস্থ্য সেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা, চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরন সরবরাহ,শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা,সকল প্রকার পেশাগত ব্যাধি র্নিমূল করা,দূষণ মুক্তকর্ম পরিবেশ, ঝুঁকি মূল্যায়ন এর মাধ্যমে সমাজ ও পরিবেশের ক্ষতি না করে একটি সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করা এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার/জখমের পরিমান সর্বনিম্ম পর্যায়ে আনয়ন এ নীতিমালার লক্ষ্য ।

২. অর্গানাইজেশন

এপিএস গ্রুপ একটি বৃহৎ পোশাক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান। সহস্রাধিক শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। কর্তৃপক্ষ সব সময় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করাই এই নীতিমালার লক্ষ্য।

উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাঝে মাঝে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হয়। উপরোক্ত প্রক্রিয়া সমুহের স্বচ্ছতা , নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন ও উপরোক্ত বিষয়ের উপর কারেক্টিভ এ্যাকশন প্লান করা এবং তা প্রয়োগ করার নিমিত্তে নিম্মলিখিত ০৮ (আট) সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিয়াছে। এ কমিটি মাসে অন্তত একটি আনুষ্ঠানিক সভা করে থাকেন।

০১. মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন, মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স)
০২.ব্যবস্থাপক (প্রশাসন, মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স)
০৩.ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)
০৪.সহ:ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)
০৫. মেডিকেল অফিসার
০৬. কমপ্লায়েন্স অফিসার
০৭. ওয়েল ফেয়ার অফিসার
০৮. স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত কমিটির প্রতিনিধি

২.১ অর্গানাইজেশন চার্ট

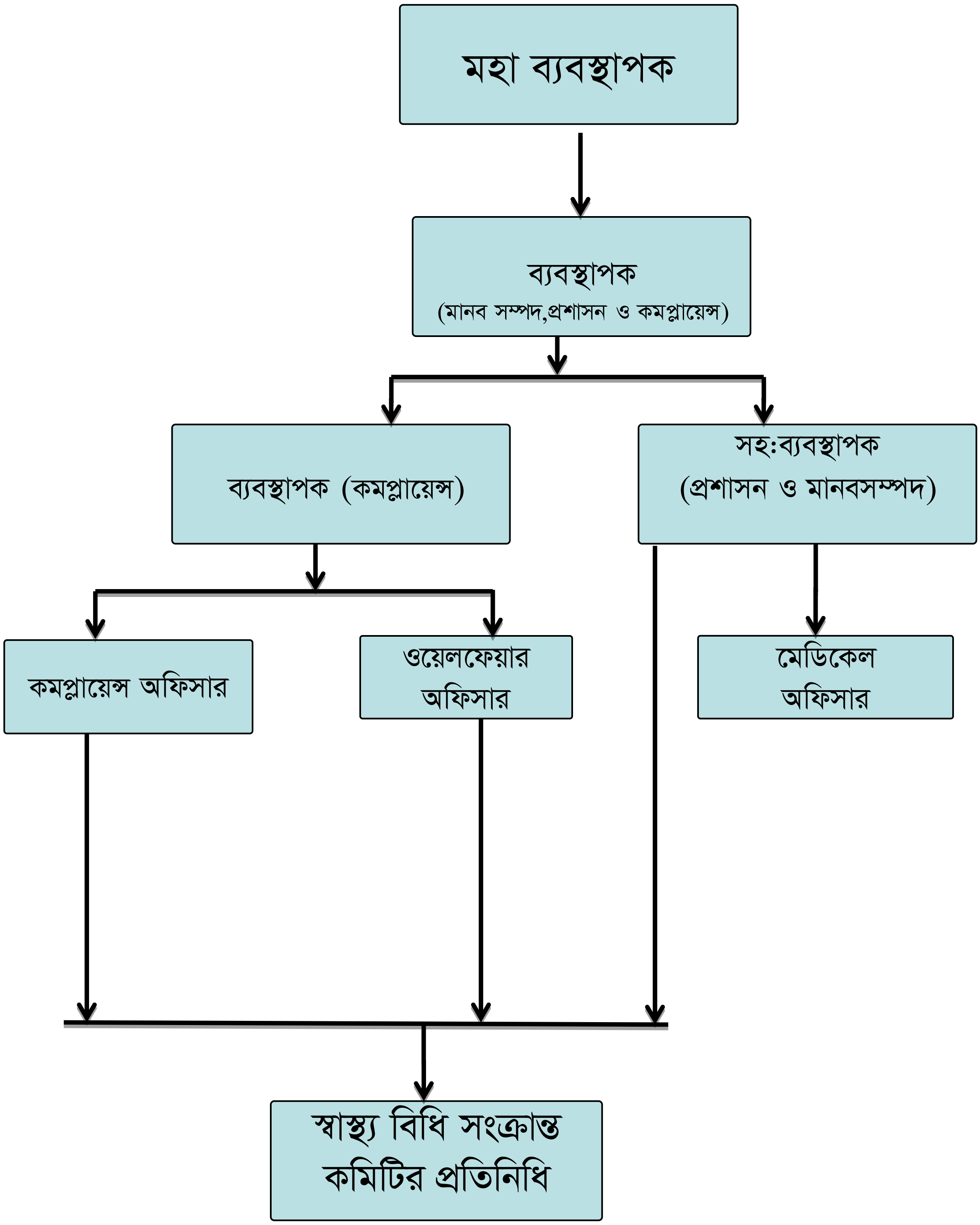

২.২ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমুহ

মহা-ব্যবস্থাপক (এডমিন এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)

স্বাস্থ্য নীতিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল তথ্য বাস্তবায়ন সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ কে দ্রুত সিদ্ধান্ত দিবেন।

উৎপাদন সংশিষ্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তাগনের স্বাস্থ্য নীতিমালা বিষয়ে কোন অভিযোগ/সমস্যা থাকলে অবশ্যই মহা ব্যবস্থাপক (এডমিন এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স) দ্রুত সিদ্ধান্ত দিবেন।

ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স)

স্বাস্থ্য নীতিমালা সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সুষ্ঠ সমাধানের জন্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষ্যে বিষয়টি তদারকি করবেন।

সহ:ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ)

পলিসি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সকল সেকশনের সাথে সমন্বয় করা।

পলিসি বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোন বিচ্যুতি ঘটলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা।

প্রতি ০১ বছর অন্তর আইসিসিডিআরবি হইতে খাবার পানির বিশুদ্ধতার ছাড়পত্র গ্রহন করা।

গুরুতর জখমের ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী হাসাপাতালের সাথে চুক্তি করা।

ফ্যাক্টরীর ক্লিনারদের দ্বারা ফ্লোরের সকল সিড়ি, টয়লেট এবং মেঝে সমূহ সর্বাত্নক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

ফ্যাক্টরীর ওয়েষ্ট যেমন ঝুট, পলি, কার্টন, মেশিন ওয়েল অপ্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদী নিরাপদে সতর্কতার সাথে সংরক্ষন করা।

ফ্যাক্টরীতে ডাক্তার কর্তৃক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষনের ব্যাপারে সকল সেকশনের সাথে সমন্বয় করা।

ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)

পর্যাপ্ত পরিমান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য জীবানুনাশক সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ফ্যাক্টরীর ওয়েষ্ট যেমন ঝুট, পলি, কার্টন, মেশিন ওয়েল অপ্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদী নিরাপদে সতর্কতার সাথে সংরক্ষন ব্যাপারে পর্যবেক্ষন করা।

দৈনিক চেক লিষ্ট অনুযায়ী ফাষ্ট এইড বক্স সমুহ কার্যকর আছে কিনা তা পরিদর্শন করা।

শ্রমিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিভিন্ন লিফলেট পোষ্টেড করা।

দৈনিক চেকলিষ্ট অনুযায়ী ফ্লোরের সকল সিড়ি, টয়লেট এবং মেঝে সমুহ পরিষ্কার আছে কিনা পর্যবেক্ষন করা।

নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষন কর্মসুচীর ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষনের রেকর্ড সংরক্ষন করা।

প্রতি ০১ বছর অন্তর আইসিসিডিআরবি এর মাধমে খাবার পানির বিশুদ্ধতার ছাড়পত্র গ্রহনের ব্যবস্থা করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষন পরিচালনা করা।

কমপ্লায়েন্স অফিসার/ওয়েলফেয়ার অফিসারঃ

ফ্যাক্টরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে শ্রমিক/কর্মচারীদের সচেতন করা।
শ্রমিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিভিন্ন লিফলেট প্রদর্শিত আছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করা।
প্রতি ফ্লোরে ও পিএম সাহেবদের রুমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তির ছবি ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সম্বলিত প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স আছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা।
যদি ফ্যাক্টরীতে কোন ছোট অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটে তাহলে কোন শ্রমিক/কর্মচারী গুরুতর জখম হলে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহন করা।
শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষনের ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করা ও প্রশিক্ষনের রেকর্ড সংরক্ষন করা।

মেডিকেল অফিসারঃ

যদি ফ্যাক্টরীতে কখনও কোন ধরনের দূর্ঘটনা ঘটে এবং কোন শ্রমিক/কর্মচারী গুরুতর আহত/জখম হলে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য চুক্তিকৃত গনস্বাস্থ্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহন করা।
শ্রমিক/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষন ও প্রাথমিক চিকিৎসা দলের সদস্যদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষন দেয়া।
মেডিকেল রুমে পর্যাপ্ত পরিমান ঔষধ সংরক্ষনের নিশ্চয়তা বিধান করা।
অসুস্থ/জখম প্রাপ্ত শ্রমিক/কর্মচারীদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ছুটির জন্য সুপারিশ করিবে।

স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত কমিটির প্রতিনিধিঃ

শৃঙ্খলাবোধে উৎসাহিত করা, নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং কাজের অবস্থার উন্নতি বিধান ও সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা।
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন, শ্রমিক শিক্ষা এবং পরিবার কল্যান প্রশিক্ষনে উৎসাহিত করা।
উৎপাদনের লক্ষমাত্রা অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং অপচয় রোধ করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত করা।
স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত কমিটির কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করা ও তৎসম্পর্কে আলোচনা ও মতবিনিময়ের জন্য প্রতি মাসে একবার সভার আয়োজন করা।
কোম্পানী প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা শ্রমিকদের জানানো।

৩. কার্যপ্রনালী ও কার্যপোকরণ (Routines & Procedures)

বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প একটি অনন্য রপ্তানী মুখী প্রতিষ্ঠান। গুনগত মানের জন্য বিশ্ব জুড়ে যার সুনাম রয়েছে । প্রতি বছর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত গুলোর মধ্যে গার্মেন্টস শিল্প খাত থেকে সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় । বিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকে বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের প্রসার খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। এর মধ্যে এপিএস গ্রুপ একটি অন্যতম গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান।

ওয়েলফেয়ার অফিসার/ কমপ্লায়েন্স অফিসার/ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স)/ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) কারখানার সকল শ্রমিক,কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের মধ্যে প্রশিক্ষন এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি করবে।

৩.১ যোগাযোগ রুটিন

কার্যক্রম সমুহ/Activities (What)	প্রক্রিয়া/Procedure (How)	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ (Who/Designation)	বাস্তবায়নের সময় (When)	বাস্তবায়নের সময়সীমা (Time Line)
০১. শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা চুক্তিপত্র।	ফ্যাক্টরীর নিকটে অবস্থিত আইচি হাসপাতালের সাথে শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য চুক্তি পত্র করা আছে।	মহাব্যবস্থাপক(এইচআর,এডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স)/ ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স)/ ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স)/ সহঃ ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ)	প্রতি ০৩ বৎসর	প্রয়োজন অনুযায়ী
০২. ডাক্তারের ব্যবস্থা	কোম্পানীর স্বাস্থ্য নীতিমালা অনুসরন করতে হবে।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০৩. প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স, বক্সে তালিকা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ঔষধ রক্ষিত আছে কিনা, মেয়াদউত্তীর্ন ঔষধ আছে কিনা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছবি প্রদর্শিত আছে কিনা নিয়মিত পরিদর্শন।	কোম্পানীর স্বাস্থ্য নীতিমালা অনুসরন করতে হবে।	কমপ্লায়েন্স অফিসার/ ওয়েলফেয়ার অফিসার /মেডিকেল অফিসার	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০৪. প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষন কর্মসুচী	কোম্পানীর স্বাস্থ্য নীতিমালা অনুসরন করতে হবে।	কমপ্লায়েন্স অফিসার/ মেডিকেল অফিসার	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	প্রশিক্ষণ সময়সূচি অনুযায়ী
০৫. এ্যাম্বুলেন্স	ফ্যাক্টরীর নিকটে অবস্থিত গনস্বাস্থ্য হাসপাতালের সাথে	ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)/ ব্যবস্থাপক	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	প্রয়োজন অনুযায়ী

	শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য এ্যম্বুলেন্স সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।	(প্রশাসন ও মানবসম্পদ)		
০৬. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	# ওয়াসিং, ই টি পি, কাটিং, সুইং, ফিনিশিং, ষ্টোর, ডাইনিং, মেইন গেইট, সিড়ি ও যাতায়াতের স্থান সার্বক্ষনিক পরিস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। # সিঁড়ি ও যাতায়াতের স্থান জীবানু নাশক দ্বারা ধৌত করতে হবে। # জুট, পলি, কার্টন নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষন করতে হবে। # কর্মস্থলের দেয়াল ও কার্ণিশ চুনকাম	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)/ ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)/ স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত কমিটির প্রতিনিধি	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০৭. আলো, বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা	গরমের সময় বায়ু চলাচল এবং শীতের সময় সহনীয় তাপমাত্রা সংরক্ষনের মাধ্যমে ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের কাজের অনুকুল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)/ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০৮. খাবার পানি	# কারখানার ছাদে রক্ষিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্ট দৈনিক ব্যক ওয়াশ করতে হবে এবং রেকর্ড সংরক্ষন করতে হবে। # প্রতি ১ বছর অন্তর আসিসিডিডিআরবি হইতে খাবার পানি বিশুদ্ধতার ছাড়পত্র গ্রহন করিতে হইবে।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ) ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)/ কমপ্লায়েন্স অফিসার	# দৈনিক ০১ বার # প্রতি ০১ বছর।	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৯. টয়লেট	কোম্পানীর স্বাস্থ্য নীতিমালা অনুসরন করতে হবে।	ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)/ স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত কমিটির প্রতিনিধি	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
১০. অতিরিক্ত ভীড়	কোম্পানীর স্বাস্থ্য নীতিমালা অনুসরন করতে হবে।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)/ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
১১. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা মুলক সরঞ্জামাদীর ব্যবহার	সকল সেকশনের কর্মক্ষেত্রের ঝুকি ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা আত্মরক্ষা মুলক সরঞ্জামাদীর ব্যবহার নিশ্চিত করা।	ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স)/ কমপ্লায়েন্স অফিসার/ ওয়েলফেয়ার অফিসার	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়

৩.২ যোগাযোগ রুটিন

কার্যক্রম সমুহ Activities (What)	কম্যুনিকেশনের ধরন Procedure (How)/types of communication tools	বাস্তবায়নকারী (Who)	বাস্তবায়নের সময় (When)	সময়সীমা (Time Line)
০১. সদস্যদের অবহিত করা	সভা/নোটিশ এর মাধ্যমে (সভার কার্যবিবরনী সংরক্ষন করা হয়)	মহা-ব্যবস্থাপক(প্রশাসন, মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স)/ ব্যবস্থাপক (প্রশাসন, মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স)/ ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স)/ সহ:ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)/ মেডিকেল অফিসার/ কমপ্লায়েন্স অফিসার/ ওয়েল ফেয়ার অফিসার/ স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত কমিটির প্রতিনিধি	স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রতিষ্ঠীত / পরিবর্ধন /ইন্টারনাল অডিট এর পর	প্রশিক্ষণ সময়সূচি অনুযায়ী
০২. সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।	সভার মাধ্যমে (সভার কার্যবিবরনী সংরক্ষন করা হয়)	মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন, মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স)/ব্যবস্থাপক(প্রশাসন, মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স) /ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স) /সহ:ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)	স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রতিষ্ঠীত / পরিবর্ধন /ইন্টারনাল অডিট এর পর	প্রশিক্ষণ সময়সূচি অনুযায়ী
০৩. কাজে যোগদানকৃত নতুন শ্রমিক/কর্মচারীদের অবহিত করা হয়।	পিএ সিস্টেম/সভার / প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (সভা/প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরনী সংরক্ষন করা হয়)	কমপ্লায়েন্স অফিসার/ ওয়েল ফেয়ার অফিসার	কাজে যোগদানের পর যত শীঘ্রই সম্ভব।	প্রশিক্ষণ সময়সূচি অনুযায়ী
০৪. পুরাতন শ্রমিক/কর্মচারীদের অবহিত করা।	পিএ সিস্টেম/সভার / প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (সভা/প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরনী সংরক্ষন করা হয়)	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন, মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স)/ ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স)	যত শীঘ্রই সম্ভব সকল পুরাতন শ্রমিক/কর্মচরীদের	প্রশিক্ষণ সময়সূচি অনুযায়ী
০৫. প্রাথমিক চিকিৎসা দল সদস্যদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষন প্রদান করা	সভার / প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (সভা/প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরনী সংরক্ষন করা হয়)		যত শীঘ্রই সম্ভব সকল সদস্যদের	প্রশিক্ষণ সময়সূচি অনুযায়ী

৩.৩ ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল রুটিন

কার্যক্রম সমুহ **Activities (What)**	কম্যুনিকেশনের ধরন **Procedure (How)**	বাস্তবায়নকারী **(Who)**	বাস্তবায়নের সময় **(When)**
০১. ইন্টারনাল অডিট	ইন্টারনাল অডিট করা হইবে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঃ ক) শ্রমিক/কর্মচারীদের ইন্টারভিউ। খ) কর্মকর্তাদের ইন্টারভিউ। গ) প্রাথমিক চিকিৎসা দলের সদস্যদের ইন্টারভিউ। গ) ডকুমেন্ট পরিক্ষা। ঘ) চাক্ষুষ নিরীক্ষন। প্রশিক্ষন রুটিন ও সময়সুচী সঠিকভাবে অনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করা।	ইন্টারনাল অডিট টিম	প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে
০২. রিপোটিং	# অডিট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যগুলোর ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরী করা। # সদস্য ও সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত করা। # সমস্যার কারন নির্ণয় করা। # ক্যাপ তৈরী করা।	স্বাস্থ্য নীতিমালা বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ	যত শীঘ্রই সম্ভব।
০৩. কন্ট্রোল	# পুণঃ কোন সম্ভাব্য ঘটনার জন্য বিপদ বিশ্লেষন করা। # নিবারক কার্যাবলী – আয়ত্বাধীন কোন সমস্যা পুনঃ হলে নিবারনের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহন করা হইবে।	স্বাস্থ্য নীতিমালা বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ	প্রতিষ্টানের গুরুত্ব অনুসারে
০৪. রিমেডিয়েশন	# যদি ফিডব্যাক এর ফলাফলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবর্তন দরকার হয়, তদানুসারে পরিবর্তন করিতে হইবে।	স্বাস্থ্য নীতিমালা বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ	প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে

৪. যোগাযোগ ও বাস্তবায়ন

৪.১ যোগাযোগ ঃ

যোগাযোগ রুটিন (৩.২) অনুসরন করতে হবে।

৪.২ বাস্তবায়ন ঃ

বাস্তবায়ন রুটিন (৩.১) অনুসরন করতে হবে।

৫. ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল

ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল রুটিন (৩.৩) অনুসরন করতে হবে।

কারখানায় বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবা সমূহ।

২০০৬ সালের (সংশোধিত) কারখানা আইনের ধারা ৫১ থেকে ধারা ৬০ এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধির বিভিন্ন দিকগুলি বিষদভাবে বিশ্লেষণ করা আছে। এছাড়াও শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এপিএস গ্রুপ এ নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিকিৎসা সুবিধা

ফ্যাক্টরীর নিকটে অবস্থিত গনস্বাস্থ্য হাসপাতাল এর সাথে শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য একটি চুক্তিপত্র করা আছে । প্রেরিত কোন অসুস্থ্য শ্রমিকের চিকিৎসা সেখানে করা হবে এবং পরবর্তীতে ফ্যাক্টরী কর্তৃক যাবতীয় বিল পরিশোধ করা হবে।

ডাক্তার ব্যবস্থা

একজন এম.বি.বি.এস ডাক্তার সপ্তাহের ছয় দিন ফ্যাক্টরীতে অবস্থিত মেডিকেল রুমে অবস্থান করবে। পাশাপাশি ফ্যাক্টরীতে মেডিকেল সহকারী সার্বক্ষনিক অবস্থান করবে। এই সময়ে যে কোন শ্রমিক স্বাস্থ্য, চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারবে। এছাড়াও ডাক্তার সাহেব ফ্যাক্টরীতে নিয়োগকৃত নতুন ও কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষন করবে। ডাক্তার স্বাস্থ্য, চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শের প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষন করবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

ফ্যাক্টরীতে প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য একটি করে মোট ১৯ টি প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স রয়েছে এবং প্রতিটি বক্সে নিম্ন লিখিত দ্রব্যাদি মজুদ থাকবে।

01. One time bandages
02. Provisep
03. Burnsil cream
04. Roller Gauze 2"
05. Roller Gauze 4"
06. Surgical Gauze
07. Cotton Roll
08. Comport surgical gloves
09. Scissor
10. Nix Cream
11. Savlon (liquid)

এছাড়া ট্যাবলেট জাতীয় ঔষধ মেডিকেল রুমে সংরক্ষিত থাকবে। প্রতিটি বাক্সের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসালয় পারদর্শী ২ জন শ্রমিকের নাম ও ছবি বাক্সের উপরে থাকবে। ফ্যাক্টরীতে যে কোন অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনার শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকরা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করবে।

এ্যাম্বুলেন্স

ফ্যাক্টরীর প্রয়োজনে গনস্বাস্থ্য হাসপাতালের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এ্যাম্বুলেন্সের সহায়তা পাওয়া যাবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের গাড়িসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী রোগী আনা-নেয়া করে থাকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (ধারা ৫১)

সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ফ্যাক্টরীর আভ্যন্তরীন ও পারিপার্শ্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজন। ফ্যাক্টরীর কাটিং, সুইং ও ফিনিশিং সেকশন, সিঁড়ি ও যাতায়াতের স্থান সার্বক্ষণিক পরিস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সপ্তাহে অন্তত ঃ একবার জীবানু নাশক দিয়ে ধৌত করতে হবে। কর্মস্থলের দেয়াল ও কার্ণিশ প্রয়োজনানুযায়ী বছরে অন্তত ঃ একবার রং করতে হবে। শ্রমিকদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন স্থানে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিভিন্ন লিফ লেট টানাতে হবে। বর্জিত দ্রব্য, কাটপিস, জঞ্জাল বা নির্গত ময়লা থেকে সর্বদা ফ্যাক্টরীকে পরিস্কার রাখতে হবে এবং এগুলো ফ্যাক্টরী থেকে পৃথক অগ্নিরোধক বর্জ্য দ্রব্যের জন্য নির্ধারিত ষ্টোরে রাখতে হবে

আলো, বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা (ধারা ৫২)

আমাদের আবহাওয়া নীতিশীতোষ্ণ হলেও গরমের সময় বায়ু চলাচল (Ventilation) এবং শীতের সময় সহনীয় তাপমাত্রা সংরক্ষনের মাধ্যমে ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের কাজের অনুকুলে পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। যাতে করে প্রতিটি শ্রমিক আরামদায়ক পরিবেশে কাজ করতে পারবে। সেই সাথে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা কাজের সুষ্ঠু ও প্রয়োজনীয় পরিবেশের সাথে সাথে গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

খাবার পানি (ধারা ৫৮)

ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পান করার বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে। কারখানার ছাদে রক্ষিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্ট দৈনিক ০১ বার ব্যাক ওয়াশ করতে হবে এবং রেকর্ড সংরক্ষন করতে হবে। এছাড়াও প্রতি ০১ বছর অন্তর আইসিসিডিআরবি হইতে খাবার পানি বিশুদ্ধতার ছাড়পত্র গ্রহন করিতে হইবে। প্রত্যেক পানি সরবরাহের স্থানকে বাংলায় "পান করার পানি" কথাগুলি স্পষ্টভাবে লিখিয়া দিয়া চিহ্নিত করিতে হইবে।

টয়লেট (ধারা ৫৯)

ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পৃথক পুরুষ ও মহিলা টয়লেট থাকবে। টয়লেটের বেসিনে ও পানি নির্গমনের স্থানে সুগন্ধি নেপথিলিন ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তোয়ালে, লিকুইড সাবান, বদনা ও ওয়েষ্টেজ পেপার বাস্কেট থাকবে। মহিলা টয়লেটে ঢাকনাযুক্ত ওয়েষ্টেজ পেপার বাস্কেট থাকবে। সার্বক্ষনিক পানির ব্যবস্থা সহ টয়লেটে ফ্লাশিং সিস্টেম অবশ্যই থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই টয়লেটে পানি জমতে দেয়া যাবে না। কোন নল দিয়ে কোন অবস্থাতেই পানি লিকেজ হতে পারবে না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্লিপার থাকবে যেগুলো শ্রমিকরা শুধু টয়লেটের ভেতরে ব্যবহার করবে।

অতিরিক্ত ভীড় (ধারা ৫৬)

ফ্যাক্টরীতে প্রতিটি শ্রমিকের কাজের সুবিধার জন্য কোন অবস্থাতেই যেন অতিরিক্ত ভীড় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি শ্রমিকের চারিপার্শ্বে অন্ততঃ ৩ ফুট জায়গা ফাঁকা থাকতে হবে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতী, টেবিল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এমনভাবে রাখতে হবে যেন প্রতিটি শ্রমিক প্রয়োজনীয় খোলামেলা পরিবেশে স্বাচ্ছন্দে কাজ করতে পারে।

উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়াও ফ্যাক্টরীকে ধুলোবালি মুক্ত রাখা এবং আদ্রতা মুক্ত রাখার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সচেতনতার সাথে সাথে প্রতিটি শ্রমিককে এই বিষয়ে জ্ঞান দানের মাধ্যমে সচেতন করতে হবে।

প্রস্তুতকারীর নাম ও স্বাক্ষর	চেক প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর	অনুমোদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর
মোঃ মনজুরুল হক সহঃম্যানেজার (এইচ আর এবং কমপ্লায়েন্স)	মেজর এইচএম ফরহাদ (অবঃ) জিএম(এডমিন, এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)	মোঃ হাসিব উদ্দিন চেয়ারম্যান।

APS GROUP
Date:..........
Dakshinkhan, Dhaka